“গ্রাম পুলিশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাহিনী”–ডিসি সিফাত মেহনাজ

মেহেরপুরের গাংনীতে ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণের জন্য ৩০ দিনব্যাপী ‘বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ’ কোর্স শুরু হয়েছে।

আজ সোমবার (১১ নভেম্বর) সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ হলরুমে ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণের জন্য ৩০ দিনব্যাপী ‘বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ’ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ‘বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ’ কোর্সের আয়োজন করে ঢাকা জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট এনআইএলজি’র জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট। আগামী ১০ ডিসেম্বর প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্ত হবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গাংনী উপজেলায় এই ‘বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ’ কোর্সের উদ্বোধন করেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিফাত মেহনাজ।

ভাচুয়াল প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দেন জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক মো: আব্দুল কাইয়ূম।

এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক শামীম হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কোর্স সমন্বয়ক যথাক্রমে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) প্রকৌশলী নিরঞ্জন চক্রবর্তী, এনআইএলজি প্রকল্পের প্রকাশনা কর্মকর্তা আব্দুল জলিল মল্লিক ও আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা সাঈদুর রহমান।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাছিমা খাতুন, সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশেদ আলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) প্রকৌশলী নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

প্রশিক্ষণ কোর্সে গাংনী উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নের ৪০ জন গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্য অংশ নিয়েছেন।

প্রধান অতিথি সিফাত মেহনাজ বলেন, প্রশিক্ষণ হলো একজন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম পুলিশ সনকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাহিনী। বর্তমান সরকার দেশের গ্রাম পুলিশ বাহিনীকে আরো আধুনিকায়ন ও চৌকস করতে নানা পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সেই পদক্ষেপের একটি অংশ।

মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান অক্ষরে অক্ষরে পালন ও প্রয়োগ করতে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন প্রধান অতিথি সিফাত মেহনাজ।

শুরুতেই প্রশিক্ষণার্থীদের একটি করে ব্যাগসহ প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মাসব্যাপী প্রশিক্ষণে গ্রাম আদালতের ভিত্তি গ্রাম আদালত আইন-২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) ও বিধিমালা-২০১৬ নিয়ে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এসময় গাংনী উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য দপ্তরের প্রধানগন ও বিভিন্ন ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রশিদের স্বরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহকারি অধ্যাপক ও সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি সদ্য প্রয়াত আব্দুর রশিদের স্বরণ সভা ও দোয়ার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

হয়েছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিবারের পক্ষ থেকে আজ রবিবার (১০ নভেম্বর) বিকালে গাংনী ফুঁলকুড়ি মাধ্যমিক স্কুল মাঠে এই স্বরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্বরণ সভায় বক্তব্য রাখেন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুর রশিদের ঘনিষ্ট বন্ধু কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মো: আক্তার হোসেন, হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার, একই বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বীরমুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেম, মরহুমের সহপাঠি বিল্লাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কেতাব আলী বিএসসি, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোরাদ হোসেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, আব্দুর রশিদের সরাসরি ছাত্র বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, আব্দাল হক, ডিজিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ আলী টেকনিকেল কলেজের প্রভাষক রফিকুল ইসলাম বকুল, হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আফরোজা আক্তার বানু, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আজিজুল হক রানু, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া সমন্বয়ক হেলাল উদ্দীন।

এসময় তার সহধর্মিনী ইভা রশিদ ও ছেলে সাহেদ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সুজনের গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও করমদি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত স্বরণ সভায় সমাপনি বক্তব্য রাখেন, সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম।

স্বরণ সভায় আলোচকবৃন্দ সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রশিদের জীবনীর উপর নানা তথ্য উপাত্য তুলে ধরে বলেন আব্দুর রশিদের মৃত্যুতে গাংনী উপজেলাবাসি একজন সৎ নিষ্ঠাবান সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদকে হারিয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন অসংগতি অনাচার দূরিকরণে আব্দুর রশিদ

স্বোচ্ছার ছিলেন। তিনি মানুষকে সততার দিকে আহবান জানাতেন।

উল্লেখ্য, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রশিদ গত ৩০ অক্টোবর বুধবার ভোর ৪টার দিকে ঢাকার ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

অভিশাপের কারনে হাসিনা সহ তার এমপি মন্ত্রীরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে… সাবেক এমপি আমজাদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেছেন ৭৪ সালে দূর্ভিক্ষের সময় কুকুরের সাথে মানুষ খাবার নিয়ে টানাটানি করেছে। খাবারের অভাবে মানুষ ডাষ্টবিনের খাবার খেয়েছে। শেখ মুজিবের সময় সেটি হয়েছে।

আজ রবিবার বিকালে গাংনী বাজার বাসষ্ট্যান্ডে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত সভায় তিনি একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন,শেখ হাসিনার শাসন আমলে গুম খুন ধর্ষন লুটপাট হুলিয়া থেকে শুরু করে সব অপকর্ম হয়েছে। এসব অপকর্ম আর অভিশাপের কারনে হাসিনা সহ তার এমপি মন্ত্রীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, ৭ নভেম্বরকে মনেপ্রাণে ধারণা করতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াকে এ দেশের মানুষ ভালোবাসে বলেই সিপাহি-জনতা বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে ক্ষমতায় বসিয়েছিল দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দেশের কল্যাণ-অগ্রগতির জন্য।

এর আগে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিণ্ন সড়ক ঘুরে বাসষ্ট্যান্ড চত্তরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য’র মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুর রউফ মাষ্টার।

প্রধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও সাবেক এমপি মো: আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মাষ্টার। অনুষ্ঠান সঞ্চালণা করেন বিএনপি নেতা মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু। এসময় উপজেলা বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার নেতাকর্মীরা র্যালি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় যোগদেন।

গাংনীর পৃথক তিনটি স্থানে পথ নাটক “আহবান” মঞ্চস্থ

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে গাংনীর পৃথক তিনটি স্থানে পথ নাটক “আহবান” মঞ্চস্থ করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৯ নভেম্বর) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের গাঁড়াবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর খন্দকারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ও ষোলটাকা ইউনিয়নের বানিয়াপুকুর গ্রামে এই পথ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগীতায় পিস ফ্যাসিলেলেটর গ্রুপ (পিএফজি) স্থানীয় কমিটি এই পথ নাটকের আয়োজন করে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য দল “সুন্দরবন থিয়েটারের” পরিবেশনায় নাট্য নির্দেশক রাহুল প্রসাদ দাশের নির্দেশনায় পথ নাটক আহবানে অভিনয় করেন, মেরাজুল ইসলাম হৃদয়, ফারজানা উর্মি, সুশান্ত বৈরাগী, হিরা বিশ্বাস, শিউলি মন্ডল ও মাসুম খান শুভ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন, কাথুলি ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আবুল বাশার, কাজিপুর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী রোকনুজ্জামান, ষোলটাকা ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আসাদুজ্জামান আসাদ। পথ নাটক শেষে দর্শকদের জন্য কুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন ছিল। এদের মধ্যে থেকে প্রতিটি

স্থানে তিনজনকে পুরুস্কার প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পিএফজি সদস্য সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, কাথুলি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক নারী সদস্য ভাবিরন নেছা, কাজিপুর পিএফজির সদস্য আফরোজা আক্তার বানু, কাজিপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি শাহআলম শাহাব, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হাদী, কাজিপুর মাথাভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক তানজুমান হক, ষোলটাকার বানিয়াপুকুরে অনুষ্ঠিত মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, এফজি সমন্বয়ক রফিকুল ইসলাম বকুল, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, ষোলটাকা ইউনিয়ন ভিডিটির সভাপতি নারী নেত্রী আম্বিয়া খাতুন। পথ নাটকে এলাকার শত শত নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াত ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজউদ্দীন খান বলেন, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী চাই, ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে ও এদেশের পরিবর্তনের জন্য আরও ত্যাগ করার প্রয়োজন হলেও জামায়াত সেই ত্যাগ করবো। এদেশের পরিবর্তন আনতে জামায়াতের সকল নেতাকর্মীদের মাঠে নামতে হবে।

গতকাল শনিবার (৯ নভেম্বর) বিকালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গাংনী উপজেলা বামুন্দী ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বামন্দী ইউনিয়ন জামায়তের আমীর মাওলানা মোঃ আবুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শিক্ষক ফেডারেশনের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক রবিউল ইসলাম।

মিথ্যাচার এদেশের মানুষ যদি একভাগও বিশ্বাস করতো তাহলে আমরা (জামায়াত) এই দেশে থাকতে পারতাম না।

তিনি উল্লেখ করেন, গাংনীর এক লেখক মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি বই লিখেছে। সেখানে ৩২০ জন রাজাকারের লিষ্ট দিয়েছে। সেই বই নিয়ে আমরা মাঠে খোঁজ নিয়ে দেখেছি রাজাকারদের ৮০ ভাগ লোক আওয়ামীলীগ দলের নেতাকর্মী। বাকীরা অন্যদল করে আর জামায়াত ইসলাম দল করে মাত্র দুইটি পরিবার। এই অপবাদ ছিল জামায়াতের জন্য। ২০২৪ সালের ছাত্র জনতা এই কথাটা গর্বের সাথে গ্রহণ করেছে। রাজাকর শব্দটি যদি দিতে হয় এদেশের ১৮ কোটি জনতার সাথে আমরা নিজেদের রাজাকার দাবী করছি। এতদিন যে অপবাদ জামায়াতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ২০২৪ সালে সেটাই মানুষের কাছে গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গাংনীতে বিএনপির লাঠি মিছিল ও সমাবেশ

ঢাকার জিরো পয়েন্টে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি করার ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ। দলটির ফেসবুক পেজে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

পতিত স্বৈরাচারী সরকারের এই ঘোষণার পর ফুঁসে উঠছে গাংনীর বিএনপি।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাহারবাটি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে আজ রোববার সকালে উপজেলা শহরে লাঠিশোঠা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

সকাল সাড়ে ৬ টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

পরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী

পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইনামুল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, ১ নং বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল গনি প্রমুখ।

আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, পতিত স্বৈরাচার সরকারের সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সেনাবাহিনীর সদর দফতর জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য কর্মসূচি দিয়েছে। বিএনপির নেতাকর্মী আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সেই কর্মসূচির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। আমরা মাঠে আছি সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে। স্বৈরাচারীদের প্রেত্মাত্বারা কোনো কর্মসূচি নিলে জাতীয়তাবাদী দল তাঁদের প্রতিহত করবে। আজ রবিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মশাল মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।

গাংনীতে চার কেজি গাঁজাসহ আটক ১

মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪ কেজি গাঁজা সহ একজনকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা।

আজ বৃহস্পতিবার (০৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ধাওয়া করে দেবীপুর বাজারে সিএনজিসহ আটক হন একজন মাদক কারবারি। আটককৃত সিএনজি চালক মিলন শাহা গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের ফজলু শাহ-র ছেলে।

গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ জানিয়েছেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের দেবীপুর বাজারে সহকারী উপপরিদর্শক দেবদাস কুমারসহ সঙ্গীয় সদস্যদের নিয়ে চেকপোষ্ট বাসিয়ে সড়কে চলাচলকৃত গাড়ি তল্লাশী করছিল। ঐসময় একটি সিএনজি পুলিশের চেকপোষ্ট অমান্য করে দ্রুত গতিতে চলে আসে। পুলিশ

সদস্যরাও বাইক নিয়ে ধাওয়া করে সিএনজিটিকে। বামন্দী বাজারে এসে সিএনজির একটি চাকা পাংছার হলে গাড়িতে থাকা আর একজন পালিয়ে যায়। তখন পুলিশ সদস্যরা গাড়িটি আটকে ফেলে সিএনজির ভিতরে কালো পলিথিনে মোড়ানো তিনটি প্যাকেট থেকে ৪ কেজি গাজা উদ্ধার করে।

আগামীকাল শুক্রবার আটককৃতের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা শেষে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরন করা হবে।

গাংনীতে “অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার”

এক ছেলে পুলিশ সদস্য, অপর ছেলে কুয়েত প্রবাসী। বৃদ্ধ পিতার যায়গা হয়নি কোনো ছেলের কাছে। সংসার চালানোর জন্য টাকা পয়সাও দেইনা কেউ। তাই স্থানীয় সাপ্তাহিক হাটবাজারে লেবু ও আমড়া বিক্রি করেই নিজের পেট চালাতেন বৃদ্ধ আবু বক্কর (৭০)। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। সেও চলে গেছে তাঁকে ছেড়ে। ছোট্ট কুঁড়েই ঘরেই ছিলো তাঁর বাস। তিনদিন আগেও প্রতিবেশীরা তাঁকে ছাগলের জন্য কাঁঠাল পাতা কাটতে দেখেছেন। তারপর তিনদিন কেউ তাঁর খোঁজ পাননি।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকালের দিকে ঘর থেকে দূর্গন্ধ বের হয়। প্রতিবেশীরা তাঁর ঘরে গিয়েই দেখতে পান অর্ধগলিত মরদেহ পড়ে আছে আবু বক্করের।

আবু বক্কর গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মৃতু চাঁদ আলীর ছেলে।

গাংনী থানার কুমারিডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সোয়েবুর রহমান জানান, স্থানীয়দের দেয়া খবরের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, আবু বক্করের প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীও ফেলে রেখে চলে

গেছে। বড় ছেলে রতন কুয়েত প্রবাসী। ছোট ছেলে জিয়া বাংলাদেশ পুলিশে চাকুরী করেন। সে সুবাদে নড়াইল জেলাতে থাকেন তিনি। বৃদ্ধ আবু বক্কর ব্যবসা করে নিজেই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন। একাই থাকতেন ছোট্ট কুড়ে ঘরটিতে।

স্থানীয় প্রতিবেশী কবির হোসেনসহ বেশ কয়েকজন জানান, কোনো ছেলেই তার বাবাকে খেতে দিতো না। ছেলেরা অন্য যায়গায় বাড়ি করেছে। তাদের স্ত্রী সেখানেই থাকেন। আবু বক্কর একাই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন। অসুখ বিসুখেও কেউ দেখতেন না। ধারণা করা হচ্ছে স্ট্রোক করে বা অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন তিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, ধারনা করা হচ্ছে অসুস্থ হয়েই সে মারা গেছে। তবে, তার ছেলে বা আত্মীয় স্বজন আসার পর বোঝা যাবে। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বিরাট গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকালে গাংনী বাসস্ট্যান্ড শহীদ আবু সাঈদ চত্ত্বরে বেলুন ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে দলের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

পরে আয়োজিত গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক।

গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সুর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম

নাসির, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল হক, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে কলেজ ছাত্রী অপহরণ মামলার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে কলেজ ছাত্র অপহরণ মামলার আসামী শিমুল হোসেন (২২) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। শিমুল গাংনী উপজেলার ধানখোলা মাঠপাড়া এলাকার রাইতাল হোসেনের ছেলে।

গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলা শহর থেকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেন।

মামলার তদন্তকারী অফিসার মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক বিকাশ মজুমদার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মেহেরপুর সদর থানার কালিগাংনী গ্রামের ছহিরুল ইসলামের মেয়ে কলেজ ছাত্রী সাদিয়া আক্তারকে অপহরণের অভিযোগ এনে তাঁর পিতা ছহিরুল ইসলাম একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমণ আইনের ৭/৩০ ও সড়ক পরিবহণ আইনের ৯৮/১০৫ ধারায়

দায়ের করা সদর থানার মামলা নং ১, তারিখ ০১/১১/২৪ ইং।

তবে, মামলার আসামি শিমুল হোসেন জানান, সাদিয়ার সাথে আমার দীর্ঘ প্রেমের সম্পর্ক থাকায় তাঁকে নিয়ে গত ঈদের দিনে মোটরসাইকেল যোগে ঘুরতে যাচ্ছিলাম। কাথুলি-গাংনী সড়ক দিয়ে ভাটপাড়া ইকোপার্কে আসার সময় রাস্তার কালভার্টের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হই। এসময় সাদিয়া গুরুতর আহত হন। আহতাবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী, কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও পরে ঢাকা মেডিকেলে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিল। সেখানে আমরা টাকা পয়সা দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি। বর্তমানে সে জ্ঞানহীন অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে আমার নামে অপহরণ মামলা করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার গ্রেফতারকৃত শিমুলকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান উপপরিদর্শক বিকাশ মজুমদার।